যুগান্তর

তারিখ 31 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

রাবি থেকে ছাত্রলীগের ৩ নেতা বহিষ্কার

বাঁ থেকে তুহিন, অভি ও মামুন

প্রকৌশলীকে মারধর

রাবি থেকে ছাত্রলীগের ৩ নেতা স্থায়ী বহিষ্কার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে টেন্ডার ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বে ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলীর মাথা ফাটানোর দায়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের তৎকালীন সম্পাদকসহ উচ্ছৃংখল তিন নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে সিন্ডিকেটের ৪৬৪তম সভায় আলোচিত এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মিজান উদ্দিন বলেন, 'শৃংখলা কমিটির সুপারিশ সিন্ডিকেটের সভায়

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

উত্থাপন করা হলে সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদন হয়। ফলে তাদেরকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত যে লেভেল (স্তর) পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, ততটুকুর মূল্যায়ন পাবে তারা।' বহিষ্কৃত নেতারা হলেন : বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ও ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী এসএম তৌহিদ আল হোসেন তুহিন, বর্তমান সহসভাপতি ও ফিশারিজ বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী তন্ময়ানন্দ অভি এবং শহীদ হবিবুর রহমান হলের সভাপতি ও ফিশারিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মামুন-অর-রশীদ।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের এই তিন নেতা শুরু থেকে নানা উচ্ছৃংখল ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকায় তাদের বহিষ্কার করা হলেও দল থেকে কোনো কর্মসূচিতে যাচ্ছে না রাবি ছাত্রলীগ। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, ২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট টেন্ডার নিয়ে দ্বন্দ্বে ক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্রলীগের ওই তিন নেতা প্রথমে প্রকৌশল দফতরে যায়। সেখানে গিয়ে প্রধান প্রকৌশলীকে না পেয়ে দুই কর্মচারীকে মারধর করেন। প্রকৌশলী সিরাজুম মুনির ভিসির দফতরে রয়েছেন জানতে পেরে তারা সেখানে গিয়ে অতর্কিত হামলা চালান। এতে প্রকৌশলীর মাথা ফেটে যায়। পরে ভিসি ও প্রো-ভিসি দৌড়ে এসে তাদের নিবৃত্ত করেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ওই দিন রাতেই রাবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে তুহিনকে অব্যাহতি দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। আর ঘটনার দু'দিন পর ভিসি অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন তার বিশেষ ক্ষমতাবলে জড়িত তিনজনকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেন এবং শৃংখলা বোর্ডকে ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দেন। তদন্ত শেষে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় শৃংখলা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তাদের আজীবন বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তিন নেতার অপকর্মের ইতিবৃত্ত : তৌহিদ আল হোসেন তুহিন ২০০৮ সালে রাজশাহীর অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হন। ২০০৯ সালে রাবির ফিন্যান্স বিভাগে ভর্তি হন। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনি ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যুক্ত হন। ২০১২ সালে রাবি ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আসা আহমেদ-বিপু কমিটির সংগঠনিক সম্পাদক পদ পান তিনি। পদ পেয়েই ক্যাম্পাসে 'শিবির নিধনের' নামে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মারধর, বেপরোয়া চাঁদাবাজিসহ নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন। ২০১২ সালের জুলাইয়ে দলীয় নেতা সোহেল হত্যা মামলার প্রধান আসামি হওয়ায় তাকে বহিষ্কার করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। কিন্তু কিছুদিন পরই তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ২০১২ সালের ২ অক্টোবর শিবির-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি ছোড়েন তুহিন। এ সময় এক সাধারণ শিক্ষার্থীকে রামদা দিয়ে কোপ দিতেও দেখা যায় তাকে। এ ঘটনার ভিডিও ফুটেজ গণমাধ্যমে প্রকাশ হলে শিক্ষামন্ত্রী রাবি ভিসিকে ফোন দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেন। এ ছাড়া নগরীর পদ্মা আবাসিক এলাকায় ২৩৩নং রোডের ৩নং বাড়িতে ডাকাতি করেন তুহিন। এ ঘটনায় তদন্ত শেষে ২০১২ সালের ১৯ এপ্রিল তুহিনকে প্রধান আসামি করে চার্জশিট দেন নগরীর বোয়ালিয়া মডেল থানার তৎকালীন এসআই হাফিজুর রহমান। মামলায় তুহিনকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু 'উপরের নির্দেশে' তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

২০১৩ সালে দলীয় নেতা মুজাহিদুল ইসলাম হিমু ও আবদুল্লাহ আল মামুন শিমুলকে বেধড়ক মারধর করেন তুহিনের নেতৃত্বে ১০-১২ জন ছাত্রলীগ নেতা। এতকিছুর পরও ২০ জুলাই রাবি ছাত্রলীগের কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ তাকে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়। শিবিরের হামলায় ২২ আগস্ট গুরুতর আহত হন তুহিন। ২০১৪ সালের ১৬ জুন শহীদুল্লাহ কলা ভবনের ভেতরে নিয়ে তুহিনের নেতৃত্বে শিবির নেতা রাসেলের পা গোড়ালি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। আরেক বহিষ্কৃত ছাত্রলীগ নেতা অভিকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করে বোয়ালিয়া মডেল থানা পুলিশ। কিন্তু গোপনে তাকে ছাড়িয়ে আনেন ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা। এ ছাড়া হলে সিট বাণিজ্য, চাঁদাবাজি, দলীয় নেতা শিমুলের পা ভেঙে দেয়াসহ নানা অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। অপর বহিষ্কৃত নেতা মামুনের বিরুদ্ধেও রয়েছে হলে বেপরোয়া সিট বাণিজ্য করাসহ নানা অভিযোগ।